তামিম
ইন্টিগ্রেটেড ফার্মস

চুক্তিভিত্তিক বাণিজ্যিক
কালার বার্ডস্

মুরগির খামার ব্যবস্থাপনা

তামিম-এর খামারী,
বাণিজ্যে সুদূরপ্রসারী।

তামিম এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ
এর একটি প্রতিষ্ঠান

শেড নির্বাচন

১. পণ্য পরিবহণের জন্য ভাল রাস্তার সুবিধার পাশাপাশি উৎপাদন এবং বিপণন কার্যক্রমের কেন্দ্রে শেডের অবস্থান যথোপযুক্ত হওয়া উচিত।

২. শেড পূর্ব-পশ্চিম লম্বা হওয়া উচিত এবং প্রস্থ ২৫ ফুটের বেশী হওয়া উচিত নয়। বিশেষত তাপ বিকিরণ প্রতিরোধ করার জন্য শেডের পুরো দৈর্ঘ্যের সাথে পাশে প্যান্ডেলের (চালের বর্ধিতাংশ) ব্যবস্থা থাকা উচিত।

৩. পানির গুণগত মান (কঠিনতা/ওয়াটার হার্ডনেস) ৬০০ পিপিএম এর নিচে হওয়া উচিত (পানির কঠিনতা নিরূপনের জন্য নির্ধারিত স্ট্রিপ দ্বারা পরিমাপ করা যেতে পারে) এবং পিএইচ ৬.০০ থেকে ৮.০০ এর মধ্যে হওয়া উচিত।

৪. প্রতি ১২০০ বর্গফুটের জন্য ৫০০ লিটার ধারণ ক্ষমতা সম্পূর্ণ পানির ট্যাঙ্ক থাকতে হবে (প্রতিটি শেডে প্রধানত ৫০০ লিটার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন দুইটি পানির ট্যাঙ্ক থাকতে হবে, একটি ঔষধের জন্য এবং অন্যটি পানি পানের জন্য)।

৫. ভাল জৈব নিরাপত্তা সম্পন্ন কংক্রিট নির্মিত জায়গায় ফুট বাথ দেয়া আবশ্যক।

৬. শেডের উভয় দিকের পুরো দৈর্ঘ্যের জন্য বাইরের পাশের পর্দা এবং শেডের ভিতরে ব্রুডিং এর চারপাশে (মুরগির বাচ্চাকে তাপ দেওয়ার জন্য) ৩৩% পর্দা দরকার। ভালো আলোর জন্য সাদা এবং হলুদ রঙের পর্দা ব্যবহার করতে হবে।

৭. ন্যূনতম ২০০ জিএসএম পুরুত্বের পলিথিন শিট অথবা ব্যবহৃত ফিডের খালী ব্যাগ দ্বারা প্রস্তুতকৃত পর্দা হলে ভালো হয়।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি

১. ৪০টি মুরগির বাচ্চার জন্য ভাল কোম্পানির তৈরি কোন এবং গ্রিলসহ ১টি অটোফিডার।

২. ৪০টি মুরগির বাচ্চার পানি পানের জন্য ১টি চিক ড্রিংকার এবং ৪০টি মুরগির বাচ্চার জন্য ১টি অটো বেল/জাম্বো ড্রিংকার দরকার।

৩. ২০০টি মুরগির বাচ্চার জন্য ১টি টায়ার ফিডার দরকার।

৪. প্রতিটি শেডের জন্য ডিজিটাল হাইগ্রোমিটার দরকার। ১০০০ (৫০০+৫০০) টি বাচ্চার জন্য ১টি গ্যাস ব্রুডার অথবা ৫০০টি মুরগির বাচ্চার জন্য ১টি কয়লা/বুখারী হিটার দরকার।

৬. ৫০০টি মুরগির বাচ্চার জন্য রেকিং সরঞ্জাম, হ্যান্ড/পাওয়ার স্প্রেয়ার এবং পার্টিশন অবশ্যই থাকতে হবে।

শেড পরিষ্কার এবং জীবাণুমুক্তকরণ

মুরগির সর্বোত্তম স্বাস্থ্যের অবস্থা বজায় রাখার জন্য পরিবেশ ও খামারের সঠিক পরিচ্ছন্নতা এবং জীবাণুমুক্তকরণ, বর্জ্য নিরাপদে স্থানান্তর নিশ্চিত করণ আবশ্যক। এর ফলে দ্রুত বৃদ্ধির হার, কম মৃত্যুহার, উন্নত খাদ্য দক্ষতা, দৈনিক লাভের হার বৃদ্ধি পাবে এবং উৎপাদন খরচ কমে আসবে।

১. মুরগি বিক্রির পরপরই, খাবার পাত্রগুলি খালি করুন, পানির পাত্রগুলির সংযোগ বিচ্ছিন্ন করুন এবং সেগুলিকে শেড থেকে সরিয়ে রাখুন। ছাদ, সাইডওয়াল, তারের জাল ইত্যাদি থেকে মাকড়সার জাল ও ধুলো পরিষ্কার করুন, সর্বদা উপর থেকে নিচ পর্যন্ত শেড পরিষ্কার করুন।

২. সমস্ত লিটার অপসারণ করুণ। লিটার বিক্রি করা ভালো বা মজুদ করে রাখা ভালো, বা সংরক্ষণ করতে হলে খামার চত্বর থেকে কমপক্ষে ১০০০ ফুট দূরে বাতাসের গতি পথের বিপরীতে একটি জায়গায় রাখুন।

৩. আগের ব্যাচের ব্যাপক মৃত্যু এবং সংক্রমণের হলে সেক্ষেত্রে, ফ্লেম বন্দুক ব্যবহার করে খামার জীবাণু মুক্ত করা উচিত।

শেড সঠিকভাবে পরিষ্কার করার পরে, নীচে উল্লিখিত চুনের দ্রবণ প্রস্তুত করতে হবে। উপাদানগুলি এবং একটি পুরু পেস্ট হিসাবে সমস্ত মেঝেতে প্রয়োগ করতে হবে এবং চুনের দ্রবণ দেওয়ার আগে শুকিয়ে নিতে হবে।

১০০০ বর্গফুট মেঝের জন্য ৫০ লিটার পানি + ১০ কেজি চুনের গুঁড়া + কেরোসিন ১ লিটার + ফরমালিন ১ লিটার + লবণ ১ কেজি + ৫০০ গ্রাম ব্লিচিং পাউডার + ৫০০ গ্রাম কস্টিক সোডা সঠিকভাবে মিশ্রিত করতে একটি ঘন দ্রবণ তৈরি করে মেঝেতে প্রয়োগ করতে হবে।

৪. সমস্ত পরিষ্কার/জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি খামারের বাইরে রাখতে হবে।

৫. শেডের ভিতরে এবং আশেপাশে প্রতি ১০০০ বর্গফুটের জন্য ফরমালিন দিয়ে এরিয়াল স্প্রে করতে হবে। ফরমালিন স্প্রে ৫% (৫০০ মিলি ফরমালিন + ১০ লিটার পানি)।

৬. প্রতি ১০০ ফুট পাইপলাইন পরিষ্কার করার জন্য ৯ লিটার পানি ও ১ লিটার H_2O_2 ব্যবহার করুণ।

মৌলিক ব্যবস্থাপনার নির্দেশনা (১ম সপ্তাহ)

ব্রুডিং ব্যবস্থাপনা:

- মুরগির বাচ্চা আসার ৬ ঘন্টা আগেই ব্রুডিং এরিয়া প্রি-হিট করা উচিত

প্রথম সপ্তাহে ১১৫ গ্রাম

বৃত্তাকার ব্রুডিং করার জন্য মেঝেতে প্রয়োজনীয় স্থান নিম্নরূপ:

বয়স (দিন)	ব্রুডারে ফাঁকা জায়গা (প্রতিটি বাচ্চার জন্য প্রতি বর্গফুট)
১ থেকে ৩	০.২০
৫ থেকে ৭	০.২৫

বয়স (দিন)	তাপমাত্রা	আদ্রতা
১ - ৩	৩০ - ৩১° সেঃ	৬৫ - ৭৫%
৪ - ৫	২৮ - ৩০° সেঃ	৬৫ - ৭৫%
৬ - ১০	২৭ - ২৮° সেঃ	৬৫ - ৭৫%

৭তম দিনে ব্রুডিং শীটগুলি অপসারণ করতে হবে

চিত্র: ব্রুডিং ঘরে তাপমাত্রা ভেদে বাচ্চার অবস্থান

অবস্থা	বাচ্চার আচরণ	সংশোধনী পরিমাপ
অতিরিক্ত তাপ	ব্রুডিং এলাকার প্রান্তে বাচ্চারা	তাপমাত্রার স্তর হ্রাস করুন, প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা বজায় রাখুন
অল্প তাপ	চিকস হার্ডলিং	প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা বজায় রাখুন

পানীয় ব্যবস্থাপনা:

- প্রতি ৪০টি বাচ্চার জন্য একটি পানির পাত্র বসানো উচিত, বাচ্চাকে পরিষ্কার স্যানিটাইজড পানি দিনে কমপক্ষে ৩ বার সরবরাহ করা উচিত, শীতকালে উষ্ণ পানি সরবরাহ করা উচিত।
- ১ম দিন থেকে ৩য় দিন পর্যন্ত পানির পাত্রগুলো মেঝেতে রেখে পানি সরবরাহ করতে হবে। ৪র্থ দিনে থেকে ৫ম দিন পর্যন্ত ৫০% পানির পাত্র মেঝেতে এবং ৫০% পানির পাত্র তুলনামূলক উঁচুতে রাখতে হবে। ৬ষ্ঠ দিন থেকে ১০০% পানির পাত্র উঁচুতে রাখতে হবে, যাতে বাচ্চাগুলো স্বাভাবিক ভাবে পানি পান করতে পারে।
- পানির pH ৫.৫ থেকে ৬ এবং ক্লোরিনের স্তর ৩ PPM-এ রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। সমস্ত পানিতে অ্যাসিডিফায়ার এবং স্যানিটাইজারের প্রস্তাবিত ডোজ বজায় রাখতে হবে। ভ্যাকসিনেশনের দিন ব্যতিত অন্য দিনগুলোতে স্যানিটাইজার ছাড়া পানি ব্যবহার করা যাবে না।

খাবার ব্যবস্থাপনা:

- বাচ্চা আসার সাথে সাথে কাগজের ওপর খাবার ছিটিয়ে খাওয়ানো শুরু করুন এবং ২৪ ঘন্টা এই পদ্ধতি চালিয়ে যান।
- প্রতি ৪০টি বাচ্চার জন্য ১ টি চিক ফিডার, ১ম দিন থেকে ৭ম দিন পর্যন্ত রাখতে হবে।
- উপরন্ত, ২০০টি বাচ্চার জন্য ১টি টায়ার ফিডার অথবা প্রতি ১০০ বাচ্চার জন্য ১ টি চিক প্লেট ব্রুডিং ঘরে রাখতে হবে।
- উপরের ফিডারগুলিতে, দিনে ৫/৬ বার ফিড দিতে হবে যাতে বাচ্চাগুলি সারা দিন টাটকা খাবার পায়।
- ৫০% টায়ার ফিডার ৫ দিন পর এবং অন্য ৫০% টায়ার ফিডার ৭ দিন পর প্রত্যাহার করা যাবে।

ক্রপ স্কোরিং:

- বাচ্চা খাবার ও পানি কি পরিমাণ খেয়েছে তা নির্ণয় করার জন্য ক্রপ স্কোরিং করা হয়। ব্রুডিং করার ৮ ঘন্টার মধ্যে ৮৫% এবং ১৬ ঘন্টার মধ্যে ১০০% খাবার খাওয়া ও পানি পান সু-নিশ্চিত করতে হবে।

বাচ্চার পরিমাণ	ক্রপে পূর্ণ খাবার আছে	ক্রপ ফিল (%)	ক্রপ স্কোর
১০০ পিস	১০০ পিসে	১০০%	৫
১০০ পিস	৭৫ পিসে	৭৫%	৪
১০০ পিস	৫০ পিসে	৫০%	৩
১০০ পিস	২৫ পিসে	২৫%	২
১০০ পিস	১০ পিসে	১০%	১

লিটার, পর্দা এবং ওজন ব্যবস্থাপনা:

- পুরাতন লিটার নতুন লিটারের সাথে মিশ্রিত করে লিটারের আয়তন সম্প্রসারণ করতে হবে।
- বাতাসের গতি প্রকৃতি এবং তাপমাত্রার উপরে পার্শ্বের পর্দার খোলা বা বন্ধ হওয়া নির্ভর করে। পর্দা এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যাতে বাতাস সরাসরি ব্রুডার ঘরে অবস্থানরত বাচ্চার উপরে প্রবাহিত হতে না পারে।
- প্রথম সপ্তাহে বাচ্চার ওজন ১১৫ গ্রাম গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি রোগ প্রতিরোধক ব্যবস্থাকে উন্নত করতে এবং সর্বোপরি ওজন বৃদ্ধিতে সহায়ক। প্রথম সপ্তাহে বাচ্চার ওজন অতিরিক্ত ১০ গ্রাম বাড়ালে এটি ৩৫ দিন বয়সে বাড়তি ১০০ গ্রাম ওজন বৃদ্ধি পাবে।

মৌলিক ব্যবস্থাপনার নির্দেশনা (২য় সপ্তাহ)

- ৮ম দিনে বৃত্তাকার ব্রুডিং অপসারণ করুন। প্রতি ৫০০ বাচ্চার জন্য পার্টিশন তৈরী করুন।
- পার্টিশনগুলোর ৩ ফুট উচ্চতা নিশ্চিত করতে হবে। যাতে বাচ্চাগুলো অন্য পার্টিশনের বাহিরে না যায়।

বয়স (দিন)	প্রতিটি বাচ্চার জন্য মেঝের জায়গা প্রয়োজন (বর্গফুট)
৮-১৪	০.৩০ বর্গ ফুট

খাবার ব্যবস্থাপনা:

- সমস্ত ফিডার নিয়মিত পরিষ্কার করা নিশ্চিত করুন, দিনে দুবার টাটকা খাবার সরবরাহ করুন এবং ফিডার গ্রিল সহ ফিডার মাটিতে রাখুন।
- ফিড প্রবর্তনের সময় বাচ্চাগুলো খাবারের পরিমাণ যেনো কমিয়ে না দেয় সে জন্য ২ থেকে ৩ দিন আগে নতুন ফিড প্রবর্তনের সময় পুরানো ফিডের সাথে মিশ্রিত করা উচিত

পানীয় ব্যবস্থাপনা:

- বাচ্চার ক্রপ লেভেলের সঠিক উচ্চতায় প্রতি ৪০টি বাচ্চার জন্য সর্বোত্তম ১টি ড্রিংকার নিশ্চিত করুন।
- হাইড্রোজেন পারক্সাইড (H_2O_2) ব্যবহার করে ১২ থেকে ১৪ দিনের মধ্যে একবার পাইপ লাইন পরিষ্কার করা নিশ্চিত করুন।
- পাইপলাইন পরিষ্কারের ডোজ: প্রতি ১০০ ফুট পাইপলাইনের জন্য ৯ লিটার পানি + ১ লিটার H_2O_2

লিটার ব্যবস্থাপনা:

- ড্রিংকার পরিষ্কার করার আগে দিনে দুবার (সকালে এবং সন্ধ্যায়) লিটার নাড়া দিয়ে লিটার শুকিয়ে রাখা নিশ্চিত করুন।
- লিটার নাড়া দিতে হবে পূর্ব থেকে পশ্চিম এবং উত্তর থেকে দক্ষিণ দিক বরাবর।

জীবাণুনাশক স্প্রে:

- ফরমালিন (৫ ml/L) অথবা Virocid (৬ ml/L) অথবা ClO_2 (৫ ml/L) দিয়ে সপ্তাহে ন্যূনতম দুবার জীবাণুনাশক স্প্রে করতে হবে। স্প্রে অগ্রভাগ উর্ধ্বমুখী উল্টে রেখে এমনভাবে করতে হবে যাতে বৃষ্টির মতো বাচ্চার গায়ে জীবাণুনাশক পড়ে।

দুর্বল বাচ্চা আলাদা:

- সমস্ত দুর্বল বাচ্চাকে ৮ম দিনে আলাদা করতে হবে এবং ১৪তম দিন পর্যন্ত সেই অনুযায়ী চিকিৎসা করতে হবে।
- যে কোন বাচ্চা সুস্থ না হলে ১৪তম দিনের মধ্যে কার্ল করে ফেলতে হবে।

মৌলিক ব্যবস্থাপনার নির্দেশনা (৩য় সপ্তাহ)

বয়স (দিন)	প্রতিটি বাচ্চার জন্য মেঝের স্থান প্রয়োজন (বর্গফুট)
১৫-১৮	০.৪০ বর্গ ফুট
১৯-২১	০.৬০ বর্গ ফুট

খাবার ব্যবস্থাপনা:

- ১৫তম দিনে, ৫০% ফিডার মাটিতে এবং ৫০% ফিডার ঝুলিয়ে রাখুন, ১৬তম দিনে ৭৫% ফিডার ঝুলিয়ে রাখুন এবং ২৫% ফিডার মাটিতে রাখুন এবং ১৭ তম দিনের পর থেকে ১০০% ফিডার ঝুলন্ত অবস্থায় থাকবে।
- ১৫তম দিন থেকে বাচ্চাকে ফিড খাওয়ানোর নিয়ম নীচের সময়সূচী অনুযায়ী কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে। যে কোনও পরিস্থিতিতে দৈনিক আদর্শ খাবারের পরিমাণ যেন অতিক্রম না হয় সেটা নিশ্চিত করতে হবে।

  ক. সকালবেলা: ৩৩%   খ. দুপুরবেলা: ৩৩%   গ. রাতে: ৩৪%

পানীয় ব্যবস্থাপনা:

- বাচ্চার ক্রপ লেভেলের সঠিক উচ্চতায় প্রতি ৪০টি বাচ্চার জন্য সর্বোত্তম ১ ড্রিংকার নিশ্চিত করুন।

লাইট ব্যবস্থাপনা:

- সারা সপ্তাহে ২০ ঘন্টা ২০ লাক্সের আলো সরবরাহ করুন। সন্ধ্যার সময় (আদর্শভাবে ৬ টা থেকে ১০ টা পর্যন্ত) ৪ ঘন্টার জন্য আলো বন্ধ থাকা নিশ্চিত করুন যা বিপাকীয় চাপ কমাতে সাহায্য করবে এবং বৃদ্ধিহার দ্রুত বাড়বে।

জীবাণুনাশক স্প্রে:

- ফরমালিন (৫ ml/L) অথবা Virocid (৬ ml/L) অথবা ClO_2 (৫ ml/L) দিয়ে সপ্তাহে ন্যূনতম দুবার জীবাণুনাশক স্প্রে করতে হবে। স্প্রে এমনভাবে করতে হবে যাতে স্প্রে অগ্রভাগ উল্টে উপরের দিকে রেখে বৃষ্টির মতো বাচ্চার ওপর জীবাণুনাশক পড়ে।

গ্রেডিং ব্যবস্থাপনা:

- ২০ দিন বয়স থেকে মুরগির গ্রেডিং শুরু করতে হবে। মেঝেতে বাঁশের বা চাটাইয়ের বেড়া দিয়ে বড় ও ছোট মুরগি আলাদা করে গ্রেডিং কার্যক্রম শুরু হবে। উদাহরণ: একটি ১০০০ মুরগির শেডে মাঝ বরাবর বেড়া দিয়ে তুলনামূলক ৫০০ পিস বড় + ৫০০ পিস ছোট এই দুই ভাগে ভাগ করতে হবে। মুরগি বিক্রয়ের দিন পর্যন্ত নিয়মিত বড় মুরগির ভাগে বড় মুরগি রাখতে হবে এবং ছোট মুরগির ভাগে ছোট মুরগি রাখতে হবে।

মৌলিক ব্যবস্থাপনার নির্দেশনা (৪র্থ সপ্তাহ)

প্রতি ৫০০ টি বাচ্চার জন্য পার্টিশন সহ নীচের টেবিল অনুসারে মেঝেতে স্থান প্রদান করুন

বয়স (দিন)	প্রতিটি বাচ্চার জন্য মেঝের স্থান প্রয়োজন (বর্গফুট)
২২ দিন থেকে	প্রতিটি বাচ্চার জন্য ০.৮০ স্কয়ার ফুট ফাঁকা জায়গা প্রয়োজন

খাবার ব্যবস্থাপনা:

- সমস্ত ফিডার নিয়মিত পরিষ্কার করা নিশ্চিত করুন, দিনে দুবার সুষম খাবার সরবরাহ করুন এবং ফিডার গ্রিল সহ ফিডার মাটিতে রাখুন।
- ২২তম দিন থেকে বাচ্চাকে ফিড খাওয়ানোর নিয়ম নীচের সময়সূচী অনুযায়ী কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে। যে কোনও পরিস্থিতিতে দৈনিক আদর্শ খাবারের পরিমাণ যেন অতিক্রম না হয় সেটা নিশ্চিত করতে হবে।

  ক. সকালবেলা: ৩৩% খ. দুপুরবেলা: ৩৩% গ. রাতে: ৩৪%

- ফিড প্রবর্তনের সময় বাচ্চাগুলো খাবারের পরিমাণ যেনো কমিয়ে না দেয় সে জন্য ২ থেকে ৩ দিন আগে নতুন ফিড প্রবর্তনের সময় পুরানো ফিডের সাথে মিশ্রিত করা উচিত।

পানীয় ব্যবস্থাপনা:

- বাচ্চার ক্রপ লেভেলের সঠিক উচ্চতায় প্রতি ৪০টি বাচ্চার জন্য সর্বোত্তম ১ ড্রিংকার নিশ্চিত করুন।
- হাইড্রোজেন পারক্সাইড (H_2O_2) ব্যবহার করে ২৭ থেকে ২৮ দিনের মধ্যে একবার পাইপ লাইন পরিষ্কার করা নিশ্চিত করুন।
- পাইপলাইন পরিষ্কারের ডোজ: প্রতি ১০০ ফুট পাইপলাইনের জন্য ৯ লিটার পানি + ১ লিটার H_2O_2

লিটার ব্যবস্থাপনা:

- ড্রিংকার পরিষ্কার করার আগে দিনে দুবার (সকালে এবং সন্ধ্যায়) লিটার নাড়া দিয়ে লিটার শুকিয়ে রাখা নিশ্চিত করুন।
- লিটার নাড়া দিতে হবে পূর্ব থেকে পশ্চিম এবং উত্তর থেকে দক্ষিণ দিক বরাবর।

জীবাণুনাশক স্প্রে:

- ফরমালিন (৫ ml/L) অথবা Virocid (৬ ml/L) অথবা ClO_2 (৫ ml/L) দিয়ে সপ্তাহে ন্যূনতম দুবার জীবাণুনাশক স্প্রে করতে হবে। স্প্রে এমনভাবে করতে হবে যাতে স্প্রে অগ্রভাগ উল্টে উপরের দিকে রেখে বৃষ্টির মতো বাচ্চার ওপর জীবাণুনাশক পড়ে।

লাইট ব্যবস্থাপনা:

- সারা সপ্তাহে ২০ ঘন্টা ২০ লাক্সের আলো সরবরাহ করুন। সন্ধ্যার সময় (আদর্শভাবে ৬ টা থেকে ১০ টা পর্যন্ত) ৪ ঘন্টার জন্য আলো বন্ধ থাকা নিশ্চিত করুন যা বিপাকীয় চাপ কমাতে সাহায্য করবে এবং বৃদ্ধিহার দ্রুত বাড়বে।

মৌলিক ব্যবস্থাপনার নির্দেশনা (৫ম ও ৬ষ্ঠ সপ্তাহ)

পানীয় ব্যবস্থাপনাঃ

- বাচ্চার ক্রপ লেভেলের সঠিক উচ্চতায় প্রতি ৩৫টি বাচ্চার জন্য সর্বোত্তম ১ ড্রিংকার নিশ্চিত করুন।
- প্রতিদিন দুবার পরিষ্কার করুন - সকালে এবং সন্ধ্যায় ড্রিঙ্কারগুলিকে ব্লিচিং পাউডার দিয়ে ঘষে এবং সাধারণ জলে ঘষে পরিস্কার করুণ।
- ম্যানেজমেন্ট দ্বারা প্রস্তাবিত ওয়াটার স্যানিটাইজার ব্যবহার করুন এবং পানির ক্লোরিন পরিক্ষার জন্য শেষের ড্রিংকার থেকে পানি নিতে হবে। ক্লোরিন পিপিএম ন্যূনতম ৩ নিশ্চিত করুন।

খাবার ব্যবস্থাপনাঃ

- ছত্রাকের সংক্রমণ এড়াতে পরিষ্কার কাপড় দিয়ে সব ফিডার নিয়মিত পরিষ্কার করা নিশ্চিত করুন, দিনে দুবার টাটকা ফিড সরবরাহ করুন এবং সব ফিডার ঝুলিয়ে রাখুন।
- নিশ্চিত করুন যে দৈনিক আদর্শ ফিড খরচ যেন কোনও পরিস্থিতিতে অতিক্রম না হয়, নীচের ফিড খাওয়ানের নিয়মগুলো কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে।

ক. সকালবেলাঃ ৩৩%　　খ. দুপুরবেলাঃ ৩৩%　　গ. রাতেঃ ৩৪%

লিটার ব্যবস্থাপনাঃ

- ড্রিংকার পরিষ্কার করার আগে দিনে দুবার (সকালে এবং সন্ধ্যায়) লিটার নাড়া দিয়ে লিটার শুকিয়ে রাখা নিশ্চিত করুন।
- লিটার নাড়া দিতে হবে পূর্ব থেকে পশ্চিম এবং উত্তর থেকে দক্ষিণ দিক বরাবর।

জীবাণুনাশক স্প্রেঃ

- ফরমালিন (৫ ml/L) অথবা Virocid (৬ ml/L) অথবা ClO_2 (৫ ml/L) দিয়ে সপ্তাহে ন্যূনতম দুবার জীবাণুনাশক স্প্রে করতে হবে। স্প্রে এমনভাবে করতে হবে যাতে স্প্রে অগ্রভাগ উল্টে উপরের দিকে রেখে বৃষ্টির মতো বাচ্চার ওপর জীবাণুনাশক পড়ে।

লাইট ব্যবস্থাপনাঃ

- সারা সপ্তাহে ২০ ঘন্টা ২০ লাক্সের আলো সরবরাহ করুন। সন্ধ্যার সময় (আদর্শভাবে ৬ টা থেকে ১০ টা পর্যন্ত) ৪ ঘন্টার জন্য আলো বন্ধ থাকা নিশ্চিত করুন যা বিপাকীয় চাপ কমাতে সাহায্য করবে এবং বৃদ্ধিহার দ্রুত বাড়বে।

তামিম
ইন্টিগ্রেটেড ফার্মস

সংক্ষিপ্ত ভূমিকা

খামার শিল্পে আস্থা ও খামারিদের কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে তামিম এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ গড়ে তুলেছে চুক্তিভিত্তিক বাণিজ্যিক মুরগির খামার প্রকল্প "তামিম ইন্টিগ্রেটেড ফার্মস" । তামিম এগ্রো বাংলাদেশে শীর্ষ ১০টি কোম্পানির মধ্যে অন্যতম পোল্ট্রি ফার্মিং এবং ফিড উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে ৫০০০টি'র বেশি খামারের সঙ্গে চুক্তিভিত্তিক পোল্ট্রি খামারের কার্যক্রম যুক্ত রয়েছে। চুক্তিভিত্তিক খামার থেকে উৎপাদিত মুরগিগুলো যেমন সোনালী, সোনালী হাইব্রিড, কালার বার্ড ও ব্রয়লার দেশের বৃহত্তম শিল্পনগর ঢাকা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি বাজারে নিয়মিত সরবরাহ করা হয় । প্রায় ৫০০০ জন ব্রয়লার ব্যবসায়ী/খামারি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে চুক্তিবদ্ধ ব্রয়লার ফার্মিংয়ের আওতাভুক্ত। এই প্রকল্পটি খামারি এবং ইন্টিগ্রেটর উভয়ের স্বার্থ রক্ষা করে। কন্ট্রাক্টচ্যুয়াল ফার্মস প্রকল্পের মাধ্যমে ইন্টিগ্রেটর/কোম্পানি একটি স্বাধীন খামারির বিপরীতে ঝুঁকি নেয়। ইন্টিগ্রেটর খামারিদের একদিন বয়সী ছানা (DOC), সুষম খাদ্য, ওষুধ এবং তত্ত্বাবধানের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নেয়। বিক্রয় ও সেবার পাশাপাশি প্রতিটি ফ্লকের শুরু হতে শেষ পর্যন্ত চিকিৎসক দ্বারা সার্বক্ষনিক পরামর্শ এবং দৈনিক ভিত্তিতে পরিদর্শনের ব্যবস্থা করে থাকে।

তামিম এগ্রো চুক্তিভিত্তিক বাণিজ্যিক মুরগির খামারের সমন্বিত চুক্তির মাধ্যমে আজ পর্যন্ত ৫০০০টি'র বেশি স্বনির্ভর খামারি এবং ৫০০০ গ্রামীণ পরিবার বাংলাদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। দেশের তুলনামূলক ভাবে পিছিয়ে পড়া উত্তর জনপদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে তামিম এগ্রো এর চুক্তিভিত্তিক বাণিজ্যিক মুরগির খামার একটি অন্যতম প্রকল্প হিসেবে সর্বজনস্বীকৃত। "বিজ্ঞানসম্মত যুগোপযোগী স্বয়ংসম্পূর্ণ খামার তামিম কন্ট্রাক্ট ফার্মস প্রকল্পের অঙ্গীকার" এই মূলমন্ত্র নিয়ে তামিম কন্ট্রাক্ট ফার্মস অগ্রগতির ধারা বজায় রেখেছে।

ব্রাঞ্চ অফিস

- বগুড়া: ০১৩২১-২৩৩৭৭৬
- রাজশাহী: ০১৩২১-২৩৩৭৯০
- যশোর: ০১৩১৮-২২১১৫০
- কিশোরগঞ্জ: ০১৩২৯-৬৩১৩৯৬
- কুমিল্লা: ০১৩২১-২৩৩৭৪৩
- ময়মনসিংহ: ০১৩২৯-৬৩১৩৬৯
- লালমনিরহাট: ০১৩২১-২৩৩৮০৬
- রংপুর: ০১৩২১-২৩৩৭৪০
- নাটোর: ০১৩১৮-২২১১৫৬
- টাংগাইল: ০১৩২১-২৩৩৭২৩
- নরসিংদী: ০১৩২৯-৬৩১৩৯৬
- চাপাই: ০১৩২১-২৩৩৭৬২
- গাজীপুর: ০১৩৩৪-৯৩৪৪৮৮

তামিম ইন্টিগ্রেটেড ফার্মস

সুজাবাদ, শাজাহানপুর, বগুড়া ৫৮০০, বাংলাদেশ

গ্রাহক সেবা - ০১৮১১-৬৫৬৬৯৯